তারিখ 29 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সংবাদ

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও মেধার যথার্থ মূল্যায়ন

মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ

সম্প্রতি এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা-২০১৭ এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। গত বারের চেয়ে এবারে পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়াকে ফলাফল বিপর্যয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেউ একে ছন্দপতন বলতে চাচ্ছেন। এবারের ফলাফলে দশ শিক্ষাবোর্ডে পাসের হার ৬৮ দশমিক ৯১ শতাংশ যা গত বারের তুলনায় ৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ কম। গত বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সকল বোর্ডের সম্মিলিত ফলাফলের পাসের হার ছিল ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ। এবার সারাদেশে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭ হাজার ৯৬৯ জন গত বার যা ছিল ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। ২০১৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সারাদেশে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ৪২ হাজার ৮৯৪ জন। হঠাৎ এক বছরে এভাবে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ হাজার ৩০৭ জন কমে যাওয়ায় ফলাফলে এক রকম ছন্দপতন ঘটার মতোই বিষয়। এছাড়া এবার শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়লেও শতভাগ উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে। এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সারাদেশে ৫৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলেও গত বারের পরীক্ষায় এ সংখ্যা ছিল ৮৪৮টি। শতভাগ পাসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এক বছরে ৩১৬টি কমে যাওয়া ফলাফলের একটি নেতিবাচক দিক। পাসের হার বিবেচনায় এবার সিলেট এগিয়ে (৭২ শতাংশ) এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বিচারে এবারেও অগ্রগামী ঢাকা (১৮ হাজার ৯৩৩জন)। পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বিবেচনায় এবার সর্বনিম্ন অবস্থানে আছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড। সেখানে পাসের হার ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৬৭৮ জন শিক্ষার্থী। এই বোর্ডে ইংরেজিতে প্রায় ৩৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ফেল করেছে।

সব বোর্ডেই ইংরেজিতে ফলাফল খারাপের কারণ হিসাবে দক্ষ শিক্ষক সংকট, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন না হওয়াই প্রধান। কমিউনিকেটিভ বা যোগাযোগভিত্তিক কারিকুলাম চালু করা হলেও এখনও তা সম্পূর্ণ সফলভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা রয়েই গেছে। উত্তরপত্র মূল্যায়নে আরোপিত নতুন পদ্ধতিও ইংরেজি ফলাফলে ধস নামিয়েছে। এছাড়া কলেজগুলোতে দক্ষ ইংরেজি শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আগের মতো গ্রামারভিত্তিক ইংরেজি আজকাল আর শেখানো হয় না। যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি তাদের জন্য যোগাযোগভিত্তিক ইংরেজি শেখা সহজ। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা যেহেতু বাংলা সেহেতু তাদের জন্য যোগাযোগভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষা কতটা গ্রহণযোগ্য তা পুনর্মূল্যায়ের প্রয়োজন রয়েছে। এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় দেশের বাইরের কেন্দ্রে ৯৪ দশমিক ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে যা গত বার ছিল ৯৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এবারে সেসব কেন্দ্রে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৬ জন শিক্ষার্থী।

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ফলাফলে ব্যাপক পরিবর্তন বিষয়টির বিশ্লেষণ নানাভাবে হতে পারে। শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কারো মতে, এবারের পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে বেশির ভাগ ফেল করায় পাসের হার কমেছে। পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের মধ্যে ৩০ ভাগের বেশি ইংরেজিতে ফেল করেছে। দক্ষ শিক্ষক সংকট ও প্রশিক্ষণের অভাব, মুখস্থনির্ভর শিক্ষা, কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান ও মূল্যায়ন না হওয়া এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এছাড়া মানবিক বিভাগে অনেক শিক্ষার্থী ফেল করায় এর প্রভাব পুরো এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর পড়েছে। এছাড়া কুমিল্লা বোর্ডের ইংরেজি পরীক্ষায় ভুলক্রমে ঢাকা বোর্ডের প্রশ্নপত্র বিতরণ করায় সেখানে পাসের হার কমে গেছে। কারও মতে, এ বছর উত্তরপত্র মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি চালুর ফলে কঠোরতা অবলম্বনে পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা উভয়ই কমে গেছে। উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেসিপ প্রকল্পের একটি ইউনিট (বেদু) চালু করায় এসএসসি পরীক্ষার পাসের হারে ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। এবারে এইচএসসি বেলায়ও তেমনটি ঘটেছে। এর আগে বেশ কয়েক বছর ধরে পাবলিক পরীক্ষায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে লাগামহীন উদারতা ও দুর্বলতার কারণে ফলাফলের সাফল্যে একরকম বিস্ফোরণ ঘটেছিল। অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা। সারাদেশে উঠেছিল সমালোচনার ঝড়। শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে দেখা দিয়েছিল অন্তহীন প্রশ্ন। তাইএ বছর এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পূর্বের বছরগুলোর মতো অতিমূল্যায়ন বা অবমূল্যায়নরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শিক্ষা বোর্ডগুলো বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রধান পরীক্ষকের মাধ্যমে একটি মডেল উত্তরপত্র তৈরি করে পরীক্ষকদের সরবরাহ করা হয় যার আলোকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেয়া হয়। প্রত্যেক পরীক্ষকের মূল্যায়ন করা উত্তরপত্রের ১২ শতাংশ উত্তরপত্র প্রধান পরীক্ষকের পুনঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে উত্তরপত্র সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা তা মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়। আর প্রধান পরীক্ষকের উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভুলভ্রান্তি দেখার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের রাখা হয়। কাজেই উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক উভয়ই চাপের মধ্যে থাকেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে সতর্কতা অবলম্বনে বাধ্য হন। ফলে পরীক্ষায় অধিক হারে পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কমে যায়। এছাড়া এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা না ঘটায় এ ধরনের ফলাফলে ভূমিকা রেখেছে।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি প্রণয়ন ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে অনেকের মত। এবারে ২৬টি বিষয়ের ৫০টি পত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে নেয়া হয়। গত বার ছিল ১৯টি বিষয়ে ৩৬টি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র। সৃজনশীল প্রশ্নপত্র বেড়ে যাওয়ায় পরীক্ষার ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। শিক্ষকরাই সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেয়ার মতো করে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করাতে পারছেন না। কারণ শিক্ষার্থীদের নতুন এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই। গড়ে ৪ থেকে ৫ শতাংশ শিক্ষককে দায়সারা গোছের তিন থেকে সাত দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সামান্য সময়ের প্রশিক্ষণে তারা নতুন পদ্ধতির শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণাই পাচ্ছেন না। শ্রেণীকক্ষে পড়াতে গিয়ে পড়ছেন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। শিক্ষার্থীদের অবস্থাও বেহাল। ক্লাসরুমে পাঠ্যবস্তু হৃদয়ঙ্গমে ব্যর্থ শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তকর পরিস্থিতিতে পড়ে ছুটছে কোচিংসেন্টারের দিকে। সেখানকার পাঠদানের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা তদারকি নেই। কাজেই কোচিংসেন্টারে পড়ে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার গুণগত মানের কতটা উন্নয়ন ঘটছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ব্যয়বহুল কোচিংসেন্টারে লেখাপড়া বঞ্চিত নিম্নবিত্তের শিক্ষার্থীদের অসহায়ের মতো পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফলাফল করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কাজেই ক্লাস রুমে কী পড়ানো হচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক। একেকবার একেক রকম পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন শিক্ষার জন্য মঙ্গলজনক নয়।

১৯৯১ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের এমসিকিউ প্রশ্ন ঢুকিয়ে সবচেয়ে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। পরীক্ষার্থীরা কেবল এসব পড়ে পাস করে যাচ্ছে দেখে ১৯৯৬ সালে প্রশ্নের সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়। ২০০৮ সালে সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর পর এমসিকিউর পূর্ণ নম্বর কমিয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়। আবার পরের বছর তা নামিয়ে ৩০ শতাংশে আনা হয়। কয়েক বছর ধরে শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি, কারিকুলাম এবং পাঠ্যপুস্তক বারবার পরিবর্তন করা হয়। সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতিতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ২০০৬ সালে এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নেয়া হলেও শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের বাধার মুখে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ২০১০ সালে মাত্র দুটি বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে নেয়া হয়। ২০১২ সালে এইচএসসিব জন্য নতুন কারিকুলাম তৈরি করা হয় এবং সেই আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। ২০১৪ থেকে চলতি বছর পর্যন্ত এসব পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। গত দেড় দশকে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও তিনবার পরিবর্তন আনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় এ বছরে এইচএসসি পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়নে ফলাফলে প্রভাব পড়ে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিগত বছরগুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ, মেধাবী জনশক্তি তৈরির চেয়ে পাসের হার বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলেছে। মেধাবী জাতি গঠনে দরকার শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠিক সেভাবেই তৈরি করা দরকার। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মূলভিত্তি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর। কর্মক্ষেত্রের দক্ষতার ভিত্তি তৈরি হয় এ স্তর পর্যন্ত। এ ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয় উচ্চশিক্ষার কাঠামো। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা স্তর অনুযায়ী দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে দেশে স্থির কোনো নীতিমালা আজও তৈরি হয়নি। বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পরীক্ষার্থীদের একরকম গিনিপিগে পরিণত করা হচ্ছে। দেশে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষার্থী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ। পরীক্ষার মূল্যায়নের তৎপরতার চেয়ে শিক্ষার গুণগত মানের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া জরুরি।

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবারের ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, এ বছরের ফলাফল কিছুটা খারাপ হলেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক করে গড়ে তুলে এর গুণগত মান বৃদ্ধির দিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। একটি উন্নত জাতি গঠনে মানসম্মত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন উৎকৃষ্ট শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ ও মেধা যাচাইয়ের সঠিক পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি। আগামীতে সকল স্তরের শিক্ষার জন্য মানসম্মত পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, সঠিক পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে দেশে শিক্ষার গুণগত মান ও মেধার যথার্থ মূল্যায়ন হোক। উন্নত জাতি গঠনের জন্য বাংলাদেশে উপযুক্ত সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে উঠুক।

[লেখক : প্রাবন্ধিক, গল্পকার]